গাংনীতে যুবলীগ নেতার হামলায় বিএনপি নেতা ও তার ছেলে আহত

গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের মহিষাখোলা গ্রামে ইউনিয়ন যুবলীগ হাফিজুর রহমান হাফিজ ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলাপাতাড়ি কুপিয়ে গ্রাম বিএনপির নেতা আব্দুর রহিম (৬৫) ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন (২৭) গুরুতর জখম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

গতকাল রবিবার (২৬ জানুয়ারী) দিবাগত রাত ৯টার দিকে গাংনী উপজেলার মহিষাখোলা গ্রামের দক্ষিণ তেঁতুলবাড়ীয়া পাড়ায় এই হামলার ঘটনা ঘটে।

আহত আব্দুর রহিম ও তার ছেলে ফিরোজ হোসেন প্রথম গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

স্থানীয়রা জানান, আজকে রাতে স্থানীয় মসজিদ নির্মাণকে কেন্দ্র করে কথা চলছিল। এসময় যুবলীগ নেতা হাফিজ ও বিএনপির স্থানীয় নেতা আব্দুর রহিমের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এর জের ধরে হাফিজ তার লোকজন ধারালো কুড়াল দিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিমকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে। এসময় তার ছেলে ফিরোজ হোসেন তার বাবাকে বাঁচাতে এলে তাকে কুপিয়ে জখম করে। এসময় গুরুতর আহতাবস্থায় তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে ভর্তি করেন। পরে সেখানে তাদের অ্বস্থার অবনতি হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

তারা আরও অভিযোগ করেন, যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ দীর্ঘদিন যাবৎ তার নিজ ফেসবুকে বিএনপি ও প্রধান উপদেস্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসসহ বর্তমান সরকারের বিভিন্ন উপদেষ্টাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার ও উস্কানিমুলক পোষ্ট দিয়ে থাকেন।

এদিকে এই হামলার পরপরই গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেস্কে আহতদের দেখতে যান এবং চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। তিনি হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজ ও তার সন্ত্রাসী বাহিনীর লোকজনকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবী জানান।

এদিকে, এই হামলার পরপরই যুবলীগ নেতা হাফিজুলের বাড়িতে বিক্ষুব্ধ জনতা হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করেছে বলে ফেসবুকে এসে লাইভ করে অভিযোগ করেছেন তিনি।

হাফিজ ফেসবুক লাইভে বলেছেন, আব্দুর রহিম ও তার লোকজন প্রথমে আমার বাড়িতে হামলা করেছে। আমাকে ও আমার পরিবারের লোকজনকে মারধর ভাঙচুর করেছে। তবে, লাইভ করার পরপরই পালিয়ে গেছেন হামলাকারী যুবলীগ নেতা হাফিজুর রহমান হাফিজ ও তার লোকজন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল জানান, ঘটনার পরপরই পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থলে পৌছে পরিস্থিতি শান্ত করেন। এঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি। তবে, এলাকায় কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যেনো না ঘটে সেব্যাপারে পুলিশ টহল দিচ্ছে।

আহত পরিবারের পক্ষ থেকে মামলার প্রস্তুতি চলছে বলে জানা গেছে।

জেলা পর্যায়ের বাস্কেট বল টুর্নামেন্টে গাংনী উপজেলা চ্যাম্পিয়ন

তারুণ্যের উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের বাস্কেট বল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
আজ রবিবার (২৬ জানুয়ারি) বিকালে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় বাস্কেট বল গ্রাউন্ডে মেহেরপুর সদর ও গাংনী উপজেলা পর্যায়ের অংশগ্রহণে এই ফাইনাল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

‘এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই’ প্রতিপাদ্যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে এবং ক্রীড়া পরিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।

ফাইনালে গাংনী উপজেলা বাস্কেটবল দল ৬২-১৬ পয়েন্টের বিশাল

ব্যবধানে মেহেরপুর সদর উপজেলা বাস্কেট বল দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। খেলায় টূর্ণামেন্টের শ্রেষ্ট খেলোয়ার নির্বাচিত হয়েছেন বিজয়ী দলের খেলোয়ার জাহেদুল ইসলাম জনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) রনি আলম নুর।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সাদ্দাম হোসেন, উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা মোত্তালেব আলী, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, উপজেলা বিআরডিবি অফিসার
অনুষ্ঠানের সাবির্ক দায়িত্ব পালন করেন জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানী, গাংনী উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জাতীয় ভলিবল দলের সাবেক কোচ আতর আলী।

সমাপনী অনুষ্ঠানের শুরুতে জুলাই আগস্টের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে শাহাদতবরণকারী শহিদদের রূহের মাগফেরাত এবং আহত ছাত্র-জনতার রোগমুক্তি কামনায় প্রার্থনা করা হয়।

পুরস্কার বিতরন শেষে বিজয়ী দল ও খেলোয়াড়দের আন্তরিক অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি আয়োজন সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক।

এসময় বক্তরা বলেন, পড়ালেখা ছাত্রদের প্রধান কাজ হলেও খেলাধুলা আমাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য দুটো গঠনে ভুমিকা রাখে। জাতীয় পর্যায়ে এই আয়োজন তরুন সমাজের দেশ গঠনে ভূমিকা রাখবে এবং আমাদের ক্রীড়ামোদী একটা সমাজ গড়ে তুলতে ভূমিকা রাখবে।

গাংনীতে পুলিশের পৃথক অভিযানে গ্রেফতার ৩

গাংনী থানা পুলিশের পৃথক তিনটি অভিযানে বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত পলাতক দুই আসামি ও হেরোইনসহ এক মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার হয়েছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল জলিলের ছেলে সিআর ৪০/২৪ নং মামলার পলাতক আসামি কামরুল ইসলাম (৩০), গাংনী উপজেলা শহরের ঈদগাহ পাড়া এলাকার মো: বিল্লাল হোসেনের ছেলে জিআর ২৬৩/২৪ নং মামলার আসামী মোঃ সুমন (৩২)।

এছাড়া পুলিশের অপর একটি অভিযানে ৪ গ্রাম হেরোইনসহ মোঃ এমদাদুল হক (৪২) কে আটক করা হয়েছে। আটক এমদাদুল হক গাংনী পৌর শহরের উত্তরপাড়া এলাকার মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ শনিবার (২৫ জানুয়ারি) সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত পুলিশের পৃথক তিনটি টিম এই অভিযান পরিচালনা করেন।

আজ দুপুরের দিকে সীমান্তবর্তী রামকৃষ্ণপুর ধলা গ্রামের পাকা রাস্তার উপর অভিযান চালিয়ে তাকে হেরোইনসহ আটক করা হয়।হেরোইনের আনুমানিক মূল্য ৩২ হাজার টাকা।

মাদকদ্রব্য উদ্ধারের ঘটনায় গাংনী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৮ এর ৩৬ (১) সারনীর ৮(ক) ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। যার মামলা নং-১৭, তারিখ-২৪/০১/২০২৫।

আসামীদেরকে বিকালে আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[

গ্রেফতার

গাংনী থানা পুলিশের ২৪ ঘন্টার বিশেষ অভিযানে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামিসহ বিভিন্ন মামলায় আদালতের পরোয়ানাভূক্ত তিন আসামিকে গ্রেফতার করেছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক তিনটি টিম বুধবার দিবাগত রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) দুপুর পর্যন্ত গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করে পুলিশ।
গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলেন, গাংনী উপজেলার ভরাট গ্রামের রুহুল আমীনের ছেলে জিআর ২৪১/১৬ নম্বর মামলায় এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ সেলিম(৪০), একই উপজেলার কসবা গ্রামের মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত সিআর ৯৫৫ /২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ মতিন আলী (৫৫) ও পলাশীপাড়া গ্রামের মোঃ সাদেক আলীর ছেলে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর ৮৭/২৪ মামলার আসামি মোহাম্মদ টুটুল হোসেন (৩২)।
ওসি বানী ইসরাইল বলেন, সাজাপ্রাপ্তসহ তিনজন আসামিই আদালতের পরোয়ানাভূক্ত। বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করা হয়েছে।
গ্রেফতারকৃতদের আজ বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) বিকালে আদালতে নিলে বিজ্ঞ আদালতে তাদের জামিন না দিয়ে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

গাংনীতে যুব কাবাডি খেলা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত

গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগ তারুণ্য উৎসব ২০২৫ উপলক্ষে যুব কাবাডি (অনুর্ধো-১৭ বালক ও বালিকা) খেলা ও পুরস্কার প্রদান করা

[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [

ছেলে মেয়েরা মাঠে খেলার পরিবর্তে মোবাইল বা ল্যাপটপের স্ক্রীনে বেশি আসক্ত হচ্ছে। তাই মোবাইল ও কম্পিউটারের স্ক্রীন আসক্ত থেকে বেরিয়ে এসে মাঠের খেলাধুলাকে গ্রহণ করতে হবে।

তিনি বলেন, বিভিন্ন প্রতিযোগীতার মাধ্যমে আমরা ভালো খেলোয়ারদের বের করে আনতে সক্ষম হবো। তাই, খেলা-ধুলা প্রতিযোগীতার মাধ্যমে এই খেলাগুলো আবারও গ্রামের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে দিতে হবে।

তিনি বলেন, খেলা ধুলার মাধ্যমে ছেলে মেয়েরা শুধু সুস্থাস্থের অধিকারি হবে তা নয়, তাদের মন ও শারীরিক বিভিন্ন হরমনের পরিবর্তনগুলোও সাধিত হবে। ফলে তাদের যে কোনো কাজে মনোযোগও বৃদ্ধি পাবে।

তিনি বলেন, লেখা পড়ার মাধ্যমে মানুষ যেমন অনেক দুর এগিয়ে যেতে পারে, ঠিক তেমনি, খেলা ধুলার মাধ্যমেও এগিয়ে যেতে পারে। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী বা প্রেসিডেন্টের নাম না জানলেও মানুষ একজন খেলোয়ারের নাম জানে, যেমন মেসি যোগ করেন তিনি। একজন খেলোয়ার তার খেলার মাধ্যমে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের হৃদয় জয় করতে পারে। একজন খেলোয়ার আঞ্চলিক বা জাতীয় গন্ডি নয়, তিনি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডেলে বিচরণ করেন। তৃণমুলের খেলোয়ারদের আমরা সুযোগ তৈরী করে দিতে পারলে তারাই জাতীয় পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। তারাই আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বিচরণ করবে। আমাদের দেশের মান মর্যাদা বিশ্বের বুকে পৌছে দেবে।
এই টূর্ণামেন্টের মাধ্যমে এই খেলাগুলো মানুষের হৃদয়ে প্রথিত থাকবে।

আগামী দিনগুলোতে এই উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এবং প্রতিটি গ্রামে এই খেলার চর্চা যেনো ধারাবাহিকভাবে চলে সেজন্য শিক্ষার্থী ও ক্রীড়া সংগঠকদের প্রতি উদাত্ব আহবান জানান তিনি।

প্রীতম সাহা আরও বলেন, যারা খেলাধুলার সাথে সম্পৃক্ত থাকে, তারা মাদক ও সামাজিক অন্যায় অপরাধ থেকে দুরে থাকেন। তারা সুঠাম দেহ ও সুস্বাস্থের অধিকারী হয়। খেলাধুলা শারীরিক মানুষিক ও আধ্যাতিক বিকাশেও দারুনভাবে সহযোগীতা করে। খেলাধুলা আমাদের একাগ্রতা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করে।

মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করার আহবান জানিয়ে ইউএনও প্রীতম সাহা বলেন, আমরা কেউ যেনো মাদকের দিকে হাত না বাড়াই।
সড়ক নিরাপত্তার উপর গুরত্ব দেওয়ার আহবান জানিয়ে প্রীতম সাহা বলেন, মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কটি চার লেনে উন্নিত হয়েছে। এই সড়কটিতে এখন যানবাহনের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে গাড়িগুলো দ্রুত গতিতে ছুটছে। আমরা চাইনা দ্রুতগতির কারনে, আমাদের ছেলে বা মেয়ের জীবনে দুর্ঘটনা নেমে আসুক।
তরুণদের উদ্যেশ্যে তিনি বলেন, দ্রুতগতিতে ও বেপরোয়া মটরসাইকেল চালানোর কারনে দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর মিছিল দেখতে পাচ্ছি। এই ধরনের অনাকাংখিত দুর্ঘটনা ও মৃত্যু আমরা প্রত্যাশা করিনা। আমরা চাই সকলেই সুস্থ থাকুক। একটি দুর্ঘটনা, একটি পরিবার বা ব্যাক্তির কান্নার কারন না হয়।

দলীয় কোন্দলে খুন হন যুবদল নেতা আলমগীর

গাংনীতে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন হত্যাকান্ডটি পাওনা টাকাকে কেন্দ্র করে নয়, যুবদলের দলীয় কোন্দলের কারণে ঘটেছে।

গতকাল বুধবার দুপুরে পুলিশ সুপারের কনফারেন্স রুমে প্রেস ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন মেহেরপুর পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম।

জেলা পুলিশ সুপার বলেন, গাংনী ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি নিহত আলমগীর হোসেন দীর্ঘদিন প্রবাসে থাকার কারণে ওয়ার্ডের যুবদলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন প্রধান আসামি মাফিকুল ইসলাম মাফি। গত ৫ আগস্টের পরে নিহত আলমগীর দেশে আসে এবং রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তার এই সক্রিয়তার কারণে মাফিকুল রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে।
তিনি আরো বলেন, রবিউল ইসলাম বিপ্লব আগামীতে গাংনী পৌর যুবদলের সম্পাদক হওয়ার চেষ্টা করে আসছিল। এ কারণে ১ নং ওয়ার্ড কমিটির সভাপতির সমর্থন প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আলমগীর বিপ্লবকে সমর্থন না দিয়ে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। আলমগীরের জনপ্রিয়তার কারণে তাকে সভাপতি

পদ থেকে সরানোও সম্ভব হচ্ছিল না। এ কারণে পথের কাটা আলমগীরকে সরিয়ে যে কোন মূল্যে মাফিকে সভাপতির চেয়ারে বসানোর পরিকল্পনা করে বিপ্লব।

মেহেরপুর পুলিশ সুপার আরো বলেন, হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি ঘটনার ৮/১০ দিন পূর্ব থেকেই অপরাপর আসামীদের নিয়ে হত্যার পরিকল্পনা করে। হত্যাকান্ডের জন্য তারা গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের সহড়াবাড়িয়া মাঠের ইয়ারুল কাটা নামক নির্জন স্থান বেছে নেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব তার সহযোগী আসামী শফিকুল ইসলাম শফিকে ৩,০০০ টাকা জবাই করার জন্য ধারালো ছুরি কেনা ও অন্যান্য খরচ বাবদ দেয়। রবিউল ইসলাম বিপ্লব অপরাপর সহযোগী আসামী মোঃ জনি ইসলাম ও মোঃ হাসিবুল ইসলামকে গাংনী বাজরের একটি দোকান হতে সাদা নাইলনের দড়ি কিনে দেয়। নিহত আলমগরি হোসেন তাদের বন্ধু ও ঘনিষ্ঠজন হওয়ার কারণে গত ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ সন্ধ্যায় পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ঘুরতে যাওয়ার কথা বলে মোঃ রবিউল ইসলাময়ে বিপ্লব ও মাফিকুল ইসলাম মাফি সহযোগী আসামী আলমগীর ও শফিকুল শফিকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে ঘটনাস্থলে নিয়ে যায়। পূর্ব হতেই পাহারা দেওয়ার জন্য ঘটনাস্থলে জনি ইসলাম ও হাসিবুল ইসলাম অপেক্ষারত ছিল। ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর সাথে সাথেই আসামীরা ভিকটিম আলমগীরকে জাপটে ধরে পার্শ্ববর্তী কাঁচা রাস্তায় নিয়ে দড়ি দিয়ে হাত বাঁধে, মাফলার দিয়ে মুখ বাঁধে এবং ভিকটিমের গলায় দড়ি পেঁচিয়ে টানাটানি করে। ভিকটিম আলমগীর নিস্তেজ হয়ে পড়লে বিপ্লব মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য গলা কেটে জবাই করার নির্দেশ দেয়। শফিকুল শফি তার নিকট থাকা ধারালো ছুরি বের করে আসামী আলমগীরের হাতে দিলে আসামী আলমগীর জনিকে জবাই করার জন্য বলে। জনি গলা কেটে জবাই করার পর রক্তমাখা ছুরি ঘাসে মুছে শফিকুলকে দিয়ে দেয়। মামলা ভিন্নখাতে প্রবাহের জন্য বিপ্লব তার কাছে থাকা হাতে লেখা চিরকুট লাশের পাশে রেখে দেয়। হত্যাকান্ড শেষে আসামীরা গাংনী ফিরে আসে। শফিফকুল তার কাছে থাকা ছুরি বিপ্লবকে দিয়ে বাড়ি চলে যায়। হত্যাকান্ডের মাস্টারমাইন্ড রবিউল ইসলাম বিপ্লববের দেখানো মতে হত্যার কাজে ব্যবহৃত ধারালো ছুরি এবং মাফিকুল ইসলাম মাফির দেখানো মতে নিহতের মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়।
এ পর্যন্ত হত্যাকান্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ৬ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৫ জন নৃশংস হত্যাকান্ডের দায় স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি প্রদান করেছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, সদর থানার ওসি সেখ মেজবাহ উদ্দীন, মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমানসহ জেলা গোয়েন্দা ও সােইবারক্রাইম টিমের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

হত্যাকান্ডে জড়িত আটক ছয় আসামি হলো- গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড চৌগাছা গ্রামের রইচ উদ্দিনের ছেলে মোঃ রবিউল ইসলাম বিপ্লব (৩৬), গাংনী পৌরসভার ৪নং ওয়ার্ড বাশবাড়িয়া পশ্চিমপাড়ার আব্দুল আউয়ালের ছেলে মফিকুল ইসলাম (৩৯), গাংনী উপজেলার কোদাইলকাটি গ্রামের জামাত আলীর ছেলে মোঃ আলমগীর হোসেন (৪০), গাংনী উপজেলার ষোলটাকা ইউনিয়নের মিনাপাড়া গ্রামের মোঃ লোকমান ইসলামের ছেলে হাসিবুল ইসলাম(২১), ও মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের ট্যাঙ্গারমাঠ শিশিরপাড়া এলাকার মৃত হযরত আলী ছেলে মোঃ শফিকুল ইসলাম শফি(৪২)।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনের (৩৮) গলাকাটা মরদেহ সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের পাশে থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি, শুক্রবারের কমিটি

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন বলেছেন, “বাংলাদেশের অপর নাম জিয়াউর রহমান” বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে এদেশের মানুষ যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনের চুড়ান্ত রুপ জুলাই আগস্টের রক্তাক্ত গণঅভ্যুথান। ছাত্র জনতা রক্ত দিয়ে এদেশ থেকে সৈরাচার শেখ হাসিনাকে বিদায় করেছে।

গতকাল বুধবার বিকেলে গাংনী উপজেলা শহরের হাসপাতাল বাজার এলাকায় আয়োজিত বিশাল জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন তিনি।

গাংনী উপজেলা বিএনপি আয়োজিত মহান স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বীর উত্তম এর ৮৯তম জন্মদিন উপলক্ষে আলোচনা সভা, বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় গরীব ও দুঃস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ ও বিশাল গণমিছিলে প্রধান অতিথির রাখছিলেন তিনি।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন আরও বলেন, একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নির্মাণের জন্য গত ১৫ বছর যাবৎ শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বিএনপির হাজার হাজার নেতা কর্মী মামলা হামলা জেল জুলুম, হুলিয়া মাথায় নিয়ে লড়াই, সংগ্রাম করেছে। আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপির হাজার হাজার নেতাকর্মী গুম খুনের স্বীকার হয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন।

তিনি বলেন, এখন যে লড়াই শুরু হচ্ছে এলড়াই বিএনপিকে বাঁচানোর লড়াই, ধানের শীষ রক্ষা করার লড়াই। এ লড়াই দেশনেত্রী খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে তারেক রহমানকে এদেশে ফিরিয়ে এনে ১৮ কোটি মানুষের কাছে পৌছে দেওয়ার লড়াই।

তিনি বলেন, অনেকেই চাঁদাবাজির মাধ্যমে শেখ হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। যারা হাসিনার দোসরদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিয়ে মেহেরপুরে বিএনপির বিভিন্ন স্তরের কমিটি গঠণের ষড়যন্ত্র করছেন তাদের বিরুদ্ধে গণধোলাইয়ের কর্মসূচি দোবো। কেউ রক্ষা পাবেননা, আগামি ১ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করবো যোগ করেন তিনি। ।

ইউএনও, ওসিসহ সরকারি সকল কর্মকর্তাদের উদেশ্যে মাসুদ অরুন বলেন, জুলাই আগস্টের রক্তপাতের কথা মনে রেখে ৫ তারিখের আগের সব কথা ভুলে যান। এখন থেকে জনগণের কথা শুনতে হবে। ৫ তারিখে এদেশের মানুষ যে রক্ত দিয়েছে জীবন দিয়েছে, গণঅভ্যুথানের মধ্যদিয়ে নতুন বাংলাদেশ নির্মাণের চেষ্টা চলছে সেই নির্মাণের চেতনা ধারণ করে জনগণের কথা শুনতে হবে। নাহলে এদেশের মানুষ আবারও একত্রিত হয়ে জনবিরোধী কর্মকান্ড রুখে দেবো।

তিনি বলেন, বিএনপিকে বাঁচানোর সংগ্রাম ও নতুন বাংলাদেশ বির্নিমানে এখন থেকে গ্রামে গ্রামে ও ইউনিয়ন পর্যায়ের সমাবেশ হবে। সেখানে সকল শ্রেনীর জেলে, মুজুর, কামার, শ্রমিক সবাইকে যুক্ত করা হবে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটি সমন্ধে তিনি বলেন, কমিটি হয়েছে শুক্রবারের কমিটি। শুক্রবার আসলে ছুটি থাকে, ঢাকা থেকে

আসতে পারেন রাজনীতি করতে। এখন থেকে শুক্রবারের রাজনীতি বন্ধ। শুক্রবার বলে কোনো রাজনীতি এখন আর হবেনা। সাদা কাগজের কালো অক্ষরের কোনো কমিটি মানা হবেনা।

তিনি হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, নতুন কমিটির নামে যারা চাঁদাবাজি করছেন তাদের সেটা বন্ধ করতে হবে। ১ ফেব্রুয়ারির পর আর কোনো অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড হলে আপনাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আমরা বাধ্য হবো।

মাসুদ অরুন বলেন, তারেক রহমান বলেছেন, “দলকে বাঁচাতে হবে, দলকে সংগঠিত করতে হবে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, শ্রমজীবি মানুষের সাথে থাকতে হবে, নতুন প্রজন্মের ছাত্র যুবককের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে, মেধাবীদের সামনের কাতারে আনতে হবে।”
প্রধান বক্তা, জেলা বিএনিপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেছেন, বিগত ১৭ বছরে দেখা যায়নি, পাওয়া যায়নি, ৫ তারিখের পর এক শ্রেনীর নেতার উদয় হয়েছে।

তিনি বলেন, রোদে পুড়ে পানিতে ভিজে জেল জুলুম হুলিয়া মাথায় নিয়ে রাজপথে জনগণকে সাথে নিয়ে আন্দোলন সংগ্রাম করেছি। কখনো জনগণকে ফেলে যায়নি। এই জনগণও আমাদের ছেড়ে যাবেনা।

আমজাদ হোসেন আরও বলেন, দলের জন্য, জেল জুলুম হুলিয়া খেটেছেন তাদেরকে নিয়েই আগামিতে বিভিন্ন স্তরের কমিটি থেকে শুরু করে দলীয় সকল কর্মকান্ড করতে হবে। আন্দোলন সংগ্রাম ও ত্যাগ স্বীকার করে দলের জন্য যারা পরিশ্রম করেছেন, বিএনপির সেসব ত্যাগি রাজনীতিকদের বাদ দিয়ে কমিটি তৈরী করার ক্ষমতা আহবায়ক কমিটির নেই। বিএনপির ত্যাগি নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে কেউ গ্রাম গঞ্জে বিএনপির কোনো কমিটি করতে গেলে তাদের প্রতিহত করতে হবে যোগ করেন তিনি।

আমজাদ হোসেন বলেন, মেহেরপুর জেলায় নিয়মের বাইরে কোনো কমিটি হলে সেটা আমরা মানবনা। ঘরে বসে সাদ কাগজের উপর কালো কলি দিয়ে পকেট কমিটি করবেন সেটাও আমরা মানবোনা।

তিনি বলেন, ষোল বছরের দু:শাসনর অবসান ভারতের মানুষ এসে করে দিয়ে যায়নি। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মানুষ করেছে। শুধু অবসান নয়, সৈরাচারকে দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য করেছেন। বিতারিড়ত সৈরাচার আবারও বাংলাদেশে ফিরে এসে মাতববারী করবে করবে এটা মানুষ মেনে নেইনি, ভবিষ্যতেও নেবেনা।

তিনি বলেন, তাদের দোসর হিসেবে ষড়যন্ত্রের যে জাল বিস্তারর করার চেষ্টা করছেন। বিএনপিকে দূর্বল করে রাস্ট্রিয় ক্ষমতায় আসার যে ষড়যন্ত্র করছেন সেটা বাস্তবায়ন হবেনা।

তিনি বলেন, দিল্লীতে বসে ষড়যন্ত্র করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়বেন, সে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত হবেনা।
গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহাবুবুর রহমান মাহবুব, স্বেচ্ছাসেবক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শিল্পপতি সেলিম আহমেদ।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মতিউর রহমান মোল্লা, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি, বীরমুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম, সাবেক যুবদল নেতা সাজেদুরর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন,। এসময় অন্যান্যদেও মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বিএনপি মহিলা দলের নেত্রী আসমা তারা, বিএনপি নেত্রী সামিরন নেছাসহ বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের স্থানীয় নেত্রীবৃন্দ।

সভাপতির বক্তব্যে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনীর বিএনপির নেতাকর্মীরা যতদিন আছেন ততদিন আমি আপনাদের মাঝে আছি। বিএনপির ভাইসচেয়ারম্যান তারেক রহমানন নির্দেশনা দিয়েছেন প্রতিটি ওয়ার্ড, প্রতিটি ইউনিয়নে প্রতিটি উপজেলায় দলীয় নির্বাচনের মাধ্যমে কমিটি দেওয়া হবে। সেখানে তারেক রহমানের নির্দেশনা না মেনে সৈরাচারী কায়দায় কমিটি করেছে। যারা এভাবে কমিটি করেছেন তারা বিএনপির দুশমন।

তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছর আওয়ামীলীগের দু:শাসন, নির্যাতন, হামলা ও ৩৪ টি মামলার আসামি হয়েছি। বারবার কারাবরণ করেছি। তারেক রহমান ও তার স্ত্রী জোবায়দা রহমানের যখন জেল ডাকা হয়েছিল সেইদিন আমার নেতৃত্বে গাংনীতে মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে। সেই মামলায় আমি কারাবরণ করেছি। অথচ, এখন ষড়যন্ত্র করে আমাদের বাদ দিয়ে সৈরাচারী কায়দায় বিএনপির কমিটি গঠণের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমরা এই সৈরাচারীদের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবো।

তিনি বলেন, সাদা কাগজে কালো কালি দিয়ে নাম লিখলেই নেতা হওয়া

যায়না। নেতা হতে হলে কৃষক, শ্রমিক, কুলি মজুর ও পা ফাটা মানুষের পাশে থাকতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে পাশে থাকতে হবে।

তিনি বলেন, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বার বার বলেছেন, আগামীতে যে নির্বাচন হবে সেটা অত্যন্ত কঠিন নির্বাচন হবে। জামায়াত ইসলাম আমাদের শরীক দল ছিল। তারা আওয়ামীলীগকে মাফ করে দিয়েছে। তারা মনে করে আওয়ামীলীগের ভোট তাদের বাক্◌্রে যাবে।

পরে একটি বিশাল গণ মিছিল সমাবেশ স্থল থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এর আগে গাংনী উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার নেতাকর্মী, ধানের শীষ, ব্যানার প্ল্যাকার্ড নিয়ে খন্ড খন্ড মিছিল নিয়ে সমাবেশ স্থলে আসেন নেতাকর্মীরা।

গাংনীতে পিঠা উৎসব ও কারুপণ্য মেলা

বাঙালি সংস্কৃতিতে শীত ঋতু বিশেষ ভূমিকা জুড়ে আছে। পৌষ ও মাঘ এই দুই মাসে তৈরি হয় নানান জাতের পিঠা। এই পিঠাই চিরায়ত বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সাথে ছিল হারিয়ে যাওয়া কারুপণ্য।

আবহামান কাল ধরে গ্রামবাংলার মানুষের ঐতিহ্যেও এই নানাজাতের ঐতিহ্যবাহী পিঠা আধুনিকতার ছোঁয়ায় হারিয়ে যেতে বসেছে। যান্ত্রিক জীবনে নতুন প্রজন্ম জানে না বাঙালিয়ানা অনেক পিঠার নাম। দিনভর নানা বয়সী মানুষের পদচারনায় মুখরিত ছিল উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত মেলা প্রাঙ্গণ। বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে মেলে ধরতে গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গতকাল সোমবার দিনব্যাপি আয়োজন করা হয়েছে পিঠা উৎসব ও কারুপণ্য মেলা। গতকাল আজ সোমবার গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত্বরে অনুষ্ঠিত হলো পিঠা উৎসব-২০২৫। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তরুণ উদ্দ্যেক্তা, প্রতিষ্ঠান এই পিঠা উৎসবের অংশ নেন।

গ্রামীণ এই ঐতিহ্যকে আরও সুন্দর করে তুলতে আয়োজনের সঙ্গে ছিল হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যবাহী গ্রাম্য লোকজ কারুপণ্য। কারুপণ্য আর পিঠা নিয়ে স্টল বসেছিল ২০টি। দিনব্যাপি মেলাতে ভাপা পিঠা, পুলি পিঠা, তারা পিঠা, পাটিসাপটা পিঠা, লবঙ্গ পিঠা, কলা পিঠা, মালপোয়া, দুধ চিতই পিঠা, পুলি পিঠা (ভাপা), জামাই পিঠা সহ আরও হরেক রকমের পিঠার পসরা সাজিয়ে বসেছিল উদ্যোক্তারা। পাশাপাশি এই উৎসবের স্টলগুলোতে গ্রামীণ নকশী কাঁথার প্রদর্শন ছিল দর্শনার্থীদের কাছে আলাদা মাত্রা। এছাড়াও হারিয়ে যাওয়া হারিকেন, হুকু, হাঁড়ি-পাতিল রাখার সিঁকি, দাঁড়িপাল্লা, খেয়া জাল, মাতাল, বিড়িতে আগুন দেওয়ার পুয়ালের তৈরী বুন্দা, পুরানো টর্চলাইট, কুপি বাতি, হারিকেন, টেপরেকোর্ডার, খড়ম, ঢেঁকি, মাছ ধরার বিত্তি, দাঁড়িডাল্লা, বাটখারাসহ নানা রকম জীবন থেকে হারিয়ে পণ্যের পসরা প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া স্টলগুলোতে শোভা পাচ্ছিল, গ্রামীণ ঐতিহ্যের নানা ধরণের পোশাক, বাঁশ বেতের তৈরী কুলা ডালা, শরপস, সের ধামা ছাড়াও ছিল দেশীয় ছাগল, ভোকরা, গিনিপিক, খোরগোস, কবুতরসহ নানা জাতের প্রাণী। গ্রাম-বাংলার বিলুপ্তপ্রায় লোকজ খাবার ধরে রাখা ও নতুন প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই এমন উৎসবের আয়োজন জানালেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা। তিনি আরও বলেন, পুরানো ঐতিহ্য তুলে ধরার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে জানান দেয়াটা আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই আয়োজনের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম আমাদেও পুরানো ঐতিহ্য সমন্ধে একটা ধারণা পাবে। এর আগে শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে ও ফিতা কেটে দিনব্যাপি এই পিঠা ও কারুপণ্যে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা।

এসময় গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার হোসনে মোবারক, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদেও চেয়ারম্যান মুহা. আলম হুসাইন, উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার মনসুর রহমান, উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসার আসাদুজ্জামান আসাদ, গাংনী উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার নাসিমা খাতুন, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুম, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে তারুণ্যের উৎসবে ২০২৫ উৎযাপন উপলক্ষে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি উপজেলা পরিষদ চত্তর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল চত্তর ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

উৎসবে অংশ নেয়া ডাক্তার তাসনোভা মুর্শেদ জানান,প্রতি শীত মৌসুমে এ ধরণের উৎসব করলে,পুরানো ঐতিহ্য আবার নতুন করে চাঙা দেবে। ফলে নতুন প্রজন্ম নতুন নতুন ধারণা পাবে। গতকাল সোমবার সকাল থেকে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্বরে নানা প্রকার পিঠার পসরা সাজিয়ে রাখে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। পাশাপাশি এউৎসবে নকশী কাঁথা স্টলের মাধ্যমে প্রদর্শন ছিল আয়োজনের আলাদা মাত্রা। এছাড়াও হারিয়ে যেতে বসা হারিকেন, হুকু, বোন্দা, হাঁড়ি-পাতিল রাখার সিঁকিসহ নানা রকম পণ্যের পসরা প্রদর্শন করা হয়। গাংনী উপজেলা প্রশাসন এ উৎসবের আয়োজন করে।

উৎসবে অংশ নেয়া ডাক্তার তাসনোভা মুর্শেদ জানান,প্রতি শীত মৌসুমে এ ধরণের উৎসব করলে,পুরোনো ঐতিহ্য আবার নতুন করে চাঙা দেবে। ফলে নতুন প্রজন্ম নতুন নতুন ধারণা পাবে। পিঠা ও কারুপণ্য প্রদর্শিত স্টল পরিদর্শনে এসে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রীতম সাহা তার প্রতিক্রিয়ায় জানান,পুরোনো ঐতিহ্য এভাবে তুলে ধরার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে জানান দেয়াটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এ থেকে নতুন প্রজন্ম অনেকটা শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পেলো।

গাংনীতে বিএনপির যৌথ কর্মী সভা

দেশ সংস্কারের নামে নির্বাচন বিলম্ব করা যাবেনা। চলতি বছরের ৫ আগ্স্টে জাতীয় নির্বাচন দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার দাবী করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা বিএনপি ও পৌর বিএনপি আয়োজিত যৌথ কর্মী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য তিনি একথা বলেন। এসময় তিনি বলেন, সৈরাচারী শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ধরে দাড়িয়ে আছেন এবং দেশে বিশৃঙ্খলা সৃস্টি করার তৎপরতা চালিয়ে

যাচ্ছেন। ১৭ বছরের নির্যাতন সহ্য করা মানুষ একটু সস্তিতে কথা বলতে পারছেন স্বাধীনতার স্বাদ পাচ্ছেন। আমরা সে সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইনা। মেহেরপুরের বিএনপিকে আরও বেশি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহবান জানিয়ে তিনি বলেন,২০১৮ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাদের সঠিক দায়িত্ব পালন করতে দেয়নি রক্ত পিপাসী শেখ হাসিনা। সে তার হাতের আঙ্গুলির হেলানিতে দেশে একত্ববাদ কায়েম করেছেন। দেশে কারও তোয়াক্কা করেনি। আগের সেই সেনাবাহিনী সৈরাচারী হাসিনা সরকারের পতনের সহযোগীতা করে দেশ উদ্ধার করে বিপদগ্রস্ত মানুষের আস্থা অর্জন করেছেন। হাজারও তরুনের রক্তের বিনিময়ে দেশের মানুষ যে সুযোগটুকু পেয়েছে তা হাতছাড়া হয়ে গেলে বিএনপি আবারও দশ বছর পিছিয়ে পড়বে।

তিনি আরও বলেন, আগস্টের পরে এক শ্রেনীর সুযোগ সন্ধানীরা লুটপাট চালিয়ে দলের মান ক্ষুণ্ণ করেছেন, দল তাদের চিহ্নিত করেছে। বিএনপি লুটপাট রাজনীতি বিশ্বাস করেনা। দলের মধ্যে অনুপ্রবেশ কারীদের দমাতে এবং দলে বিভেদ সৃস্টি কারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে দেশ নায়ক তারেক রহমান। দলীয় শৃংখলা ভঙ্গ কারীদের বিরুদ্ধেও কেন্দ্র থেকে সিদ্ধান্ত এসেছে বলেও জানান তিনি। জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন,শেখ মুজিবের পরিবার একটি সৈরাচারী পরিবার।

আন্তর্জাতিক মহলেও তাদের লুটপাটকারী পরিবার বলে চিহ্নিত হয়েছে। গাংনী কেন্দ্রীয় ইদগাহ ময়দানে যৌথ কর্মী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক আমিরুল ইসলাম ও ফয়েজ মোহাম্মদ। গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলার সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার শামসুল আলম সোনা, গাংনী পৌর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ইনসারুল হক ইন্সু, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দাল হক, সাধারণ সম্পাদক গোলাম কাউছারসহ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপি ও তার অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মীসভায় বক্তারা বলেন, আগামীতে দেশকে ঢেলে সাজাতে দলীয় নেতাকর্মীদের ঐক্যমতের মাধ্যমে দলকে সুসংগঠিত করতে হবে। কর্মী সমাবেশে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতৃবৃন্দ ও কয়েক হাজার বিএনপিমনা মানুষ উপস্থিত হন।